দ্রোণাচার্য

পাওয়ায় বড় আসরে তেমন সাফল্য আসছিল না। সুখদেব সেই জায়গায় নজর দেন। তার অত্যাধুনিক ট্রেনিংয়ের সুফল পাচ্ছে দেশ। অরপিন্দর সিংরা পদক আনছেন আন্তর্জাতিক আঙিনা থেকে। যোগ্যতম শিক্ষক হিসেবেই দ্রোণাচার্যে ভূষিত হয়েছেন সুখদেব সিং পান্নু।

জিওনজিৎ সিং তেজার বয়স মাত্র ৩৪। সর্বকনিষ্ঠ দ্রোণাচার্য। তাঁর হাত ধরেই ভারতীয় তিরন্দাজরা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কোচিংয়ে ভারতীয় মহিলা তিরন্দাজ দল এক নম্বর স্থান দখল করেছে। কোচিংয়ের জন্য পরিবার থেকে দূরে সরে থেকেছেন তেজা। এমনকি সন্তানের জন্মের সময় পরিবারের পাশে থাকতে পারেননি। 'দেখতে দেখতে আমার সন্তান চার বছরের হয়ে গেল। ওর বড় হয়ে ওঠাটা সেভাবে দেখতেই পারলাম না,' বলছিলেন তেজা। তাঁদের মতো গুরুরা আছেন বলেই আজ অর্জুনরা জন্মায়। তাদের জন্যই প্রতিনিয়ত রচনা হয়ে চলে ক্রীড়াজগতে মহাভারতের নয়া অধ্যায়।

প্রদীপ চিকি

খবরের কাগজের পাতায় বড় ছবি, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে খেলরত্ন পুরস্কার নিচ্ছেন বিরাট কোহলি। নিঃসন্দেহে ছবি হওয়ার মতোই খবর। ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টারবয়ের ছবির কাটতি বেশি। সুতরাং তার ছবি ছাপা হবে এটাই কাম্য। কোনও কোনও কাগজ আবার কোহলির পাশাপাশি মীরাবাই চানুর ছবিও ছেপেছে। ধন্যবাদ সেই সব পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদককে। কে এই মীরাবাই চানু, উত্তরের অপশন না দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠই ভুল উত্তর দেবেন। ক'জন আর ভারোত্তোলনের খবর রাখে বলুন তো। অসাধারণ পারফরম্যান্স করলে খবর হন না হলে তাদের কবরে লুকিয়ে রাখে সংবাদমাধ্যম। সেদিনের কাগজে এই দুই ক্রীড়াবিদের ছবি দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল সেই সব মানুষগুলোর কথা যারা সেদিন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিলেন অথচ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জানতেই পারলেন না তাদের কথা। যদি কেবিসির আসরে বসে বিগ বি প্রশ্ন করেন, সি কুটাপ্পা আর বিজয় শর্মার মধ্যে মিল কোথায়। উলটোদিকের প্রতিযোগীর একটা লাইফলাইন নষ্ট হওয়া অনিবার্য।

সত্যি তো, তারাই বা পারবেন কীভাবে। এটা তো আর মহাভারতের যুগ নয় যে অর্জুনদের পাশাপাশি দ্রোণাচার্যরা সম্মান ও গুরুত্ব পাবেন। এবার আটজন কোচকে দ্রোণাচার্য সম্মান প্রদান হলো। কতজনের নাম আমরা জানি। কতজনকে নিয়ে সাধারণ মানুষ কৌতূহলী। অথচ এরা না থাকলে কি আমরা সফল ক্রীড়াবিদদের পেতাম? উত্তর একটাই, না। তবু এরা থেকে যান প্রচারের আড়ালে।

তারক সিনহার কথাই ধরুন। চার দশক যাবত ক্রিকেট কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। এক

ডজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার উপহার দিয়েছেন দেশকে। সেই তালিকায় রমন লাম্বা, মনোজ প্রভাকর, আশিস নেহরা, আনজুম চোপড়া থেকে হালফিলের তারকা ঋষভ পন্থ– কে নেই। দিল্লিনিবাসী এই কোচ ক্রিকেটার হিসেবে সাফল্য পাননি ঠিকই। কিন্তু নীরবে তিনি ক্রিকেটার গড়ার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। তার হাতে তৈরি অজস্র ক্রিকেটার দিল্লির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

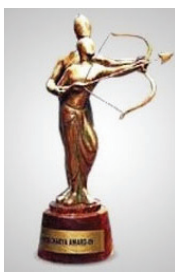

বিসিসিআই তাকে জাতীয় মহিলা দলের দায়িত্ব দিয়েছে। ঝুলনদের কোচ হিসাবেও তিনি সফল। তার কোচিংয়েই রাজস্থান ক্রিকেটের এ হেন রাজকীয় উত্থান। প্লেট গ্রুপ থেকে টেনে তুলে একেবারে রনজি চ্যাম্পিয়ন। এ হেন মানুষটাকে নিয়ে তেমন হইচই হয় কোথায়। বিগত কয়েক বছরে বীজেন্দর সিং বারংবার পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন। কিন্তু তার নামের সঙ্গে কোথাও উচ্চারিত হয়নি চেনান্দা আচ্চাইয়া কুটাপ্পার কথা। অথচ ভারতীয় বক্সিংয়ে বিপ্লব আনার ক্ষেত্রে তার বিরাট অবদান। কুটাপ্পা একা নয় বিজয় শর্মা, শ্রীনিবাস রাও, বি আর বিদুরাও থেকে গিয়েছেন সকলের অলক্ষে। সাম্প্রতিক অতীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু নজির গড়েছেন ভারতীয় ভারোত্তোলকরা। তাঁদের পিছনে অণুঘটকের কাজ করে গিয়েছেন বিজয় সিং। তার বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিংয়ে সমৃদ্ধ হয়েছেন মীরাবাই চানু ও তার সতীর্থরা। হালফিলে অ্যাথলেটিক্সে ভারতের দুর্দান্ত সাফল্য। দীপা কর্মকার অলিম্পিকে আলোড়ন ফেলার সুবাদে প্রচারের পাদপ্রদীপে এসেছিলেন তার কোচ।

হিমা দাসের সোনালি পারফরম্যান্সের পর ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসেছে তার কোচের মুখে। এই একই ইভেন্টের কোচিংয়ে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন সুখদেব সিং পান্নু। ব্যক্তিগত দক্ষতার অভাব ছিল না। ঠিকঠাক ট্রেনিং না

চা বিক্রেতা

এশিয়াড শেষ। অভিনন্দনের জোয়ারেও ভাটার টান। আবারও ফিরে যাওয়া পুরোনো পেশা চা বিক্রিতে। সেপাক টাকরোতে ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য হরিশ কুমারের গল্প এরকমই। বাধ্য হয়েছেন চা দোকানে কাজে লেগে যেতে। এশিয়ান গেমসের টি শার্ট পরেই চা বানাচ্ছেন ক্রেতাদের জন্য। সকালে–সন্ধ্যা হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মধ্যে দুপুর ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অনুশীলন। হরিশের আক্ষেপ, একটা ভালো চাকরি পেলে আরও মন দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারতেন।

২৩ ছক্কা!

ওডিআই ম্যাচে একজনের ব্যাট থেকে ২৩টি ছক্কা! ব্যাট হাতে এমনই কাণ্ডকলাপ ঘটিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার ডি আর্চি শর্ট। ১৪৮ বলের ইনিংসে ১৫টি চার মেরেছেন। ছক্কা তার থেকেও আটটি বেশি। লিস্ট এ ক্রিকেটে যে নজির কারোর নেই। পঞ্চাশের ফর্মাটে শর্টের ২৫৭ রানের ইনিংসটি তিন নম্বরে। সব ধরনের ক্রিকেটে এই ফর্মাটে সর্বোচ্চ রান ২৬৮। কাউন্টি ক্রিকেটে ২০০২ সালে যা করেছিলেন অ্যালিস্টার ব্রাউন। পরের স্থানে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ইডেনে করা রোহিত শর্মার ২৬৪।

রোনাল্ডোকে ভোট মেসির

সাপে–নেউলে সম্পর্ক দুজনে। ফিফার বর্ষসেরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় লিয়োনেল মেসিই কিনা ভোট দিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে! তিনটি ভোটের মধ্যে তৃতীয় পছন্দের ভোটটি সিআরসেভেনকে দিয়েছেন আর্জেন্টিনার তারকা। মেসি প্রথম ও দ্বিতীয় পছন্দের ভোটটি দেন লুকা মডরিচ ও কিলিয়ান এমবাপেকে। ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কারের ক্ষেত্রে রোনাল্ডো অবশ্য তার তিনটি ভোটের কোনওটাই দেননি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেসিকে। তার তিন পছন্দ রাফায়েল ভারান, লুকা মডরিচ ও আঁতোয়ান গ্রিজম্যান।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ক লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম–ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান
'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা–২৬। ই–মেল ঃkheltekhelteubs@gmail.com